যুগান্তর

21 OCT 2016

কোটায় বিপন্ন মেধা

উবায়দুল্লাহ বাদল

কোটা পদ্ধতির 'দৌরাত্ম্যে' বিপন্ন হতে বসেছে বিপুলসংখ্যক মেধাবীর ভবিষ্যৎ। প্রায় সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে যোগ্যতার মানদণ্ডে ওপরের সারিতে থেকেও কোটার মারপ্যাঁচে ছিটকে পড়ছে এসব মেধাবী। আর সেখানে স্থান করে নিচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোটা পূরণ না হওয়ায় শূন্যই থেকে যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ। এখানেও স্থান নেই সংশ্লিষ্ট মেধা তালিকার ওপরের সারিতে থাকা মেধাবীদের। এমন পরিস্থিতি আর কয়েক বছর অব্যাহত থাকলে সর্বস্তরে মেধাশূন্যতা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা বিশেষজ্ঞদের।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ (পিএসসি) সরকারের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন একাধিকবার বর্তমান কোটা পদ্ধতি সংস্কারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি এ সংস্কার ইস্যুতে রাজপথসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিগত কোনো সরকারই। বর্তমান সরকারও এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এখন পর্যন্ত আলাদাভাবে কোটা পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ বা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই। তবে আগামীতে যেসব বিসিএস পরীক্ষা হবে সেখানে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী না পেলে মেধা কোটা থেকে পূরণ করা হবে। তারপরও সরকারের শীর্ষ মহল চাইলে প্রয়োজনের তাগিদে কোটা পদ্ধতির সংস্কার হতে পারে।

বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধার ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি, নারী, জেলা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (উপজাতি), প্রতিবন্ধী, আনসার ও ভিডিপি, পোষ্য, খেলোয়াড়, এলাকা ও বোনসহ ২৫৭ ধরনের কোটা বিদ্যমান। এসব কোটা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) সরকারি চাকরি এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে প্রয়োগ করা হয় এসব কোটা।

- সংস্কার না করলে সর্বস্তরে মেধাশূন্য হওয়ার আশংকা বিশেষজ্ঞদের
- যোগ্য প্রার্থীর অভাবে পাঁচটি বিসিএসে প্রাধিকার কোটার ৪২৮৭ পদ খালি
- মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নাতি-পুতি নয়, মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেয়ার সময় এসেছে — মুনতাসীর মামুন

বিসিএসে মেধা তালিকা থেকে ৪৫ শতাংশ নিয়োগ হয়। বাকি ৫৫ শতাংশ আসে কোটা থেকে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য (ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি) ৩০, মহিলা ১০, জেলা ১০ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (উপজাতি) ৫। এছাড়া এসব কোটা পূরণ না হলে, সেখানে ১ শতাংশ, বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রতিবন্ধীর জন্য। আর যদি সংশ্লিষ্ট চাকরির ক্ষেত্রে এসব প্রাধিকার কোটা পূরণ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মেধা তালিকা থেকে প্রতিবন্ধীর কোটা পূরণ করা হয়। এছাড়া নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একই কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মেধাতালিকা থেকে ৩০ শতাংশ এবং বাকি ৭০ শতাংশ পূরণ করা হয় কোটা থেকে। এই কোটার মধ্যে শতাংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা ৩০, মহিলা ১৫, আনসার ও ভিডিপি ১০, অনাথ ও প্রতিবন্ধী ১০ এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫।

এর বাইরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী কোটা, ২০ শতাংশ পোষ্যসহ অন্যান্য কোটা রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে রয়েছে এলাকা কোটা, পোষ্য, বোন, বিশেষ কোটাসহ নানা ধরনের কোটা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসনের ৬ শতাংশ ভর্তি হয় কোটায়। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ৩ শতাংশ, প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী ৩ শতাংশ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের কোটা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান কোটা ২ শতাংশ। ঢাকার স্কুলগুলোতে চালু হয়েছে ৪০ শতাংশ 'এলাকা কোটা'। এ কোটায় ভর্তি হতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক, সরকারি বাসার বরাদ্দপ্রাপ্ত এবং ভাড়াটিয়া হতে হবে। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলে অন্যান্য কোটার সঙ্গে রয়েছে বোন কোটা। কোনো শিক্ষার্থীর সহোদর বোন এ কোটায় ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজে রয়েছে পরিচালনা পরিষদের ১০ শতাংশ এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা রয়েছে। বিদ্যমান কোটা পদ্ধতির কারণে সরকারি চাকরি ও ভর্তিতে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীর কাছে হেরে যাচ্ছেন মেধাবীরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. সা'দত হুসাইন যুগান্তরকে বলেন, চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনে একাধিকবার সুপারিশ করেছি। এমনকি ওই সময় কোটা নিয়ে পিএসসি একটি মৌলিক গবেষণা করেছিল। ড. আকবর আলি খান ও কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের (বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার) ওই গবেষণাটি ছিল বিশ্বমানের। সেখানেও তারা মেধা কোটা বাড়ানোর সুপারিশ ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ১

P.T.O